ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 708-714
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.060

লোকসংস্কৃতির আলোকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস:একটি বিশ্লেষণ

ড. আনন্দ ঘোস, *সহকারী অধ্যাপক, জি.ল চৌধুরী কলেজ, আসাম, ভারত*

Received: 12.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Forests or rivers have been the source of human civilization and culture since ancient times. We know that the diversity of human life are mainly dependent on the geography of the land. The river and its tributaries have influenced the culture, customs, religion, beliefs, literary works, food and clothing of the Malo community of the country. Advaita Malla Barman's novel 'Titas Ekti Nadir Naam' has highlighted the Malo's culture and life of the Titas River and its tributary Malo's and its rural life. This novel is about the life of Malo community living on the banks of a river called Titas in the Kumillah district (East Pakisthan).

The fishermen celebrates various festivals focusing on the river .The novel has been divided into four parts and each part has two chapters, and each of their stories has been depicted by the characters in various ways. The sorrows, laughter, love, worship, marriage, dance, songs, etc. of their lives are all narrated here. Despite the struggles of Malos, the celebrations on the banks of river always keep them joyous. In my discussion, I will discuss the various festivals of the Malo community of Titas river valley.

Keyword: Folk culture, diversity, Titas river, Malo, Festivals.

ভূমিকা: ‘কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছেদের বিশিষ্ঠতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই ‘লোকায়ত সংস্কৃতি’ বলা যায়।’[১] নদীকে কেন্দ্র করে মানব জীবনের বিচিত্র লীলা উদ্ভাসিত হয়েছে। অরণ্য বা নদীর সঙ্গে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। কারণ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির অধিকাংশ গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। নদী, মাটি এবং অরণ্যর প্রাধান্য বাংলাদেশের লোকসমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কার, বিশ্বাস, শিল্প-সাহিত্য. খাদ্য. পোশাক ইত্যাদি সবকিছুকেই কমবেশি প্রভাবিত করেছে। আমরা জানি মানুষের জীবনচর্যার বিভিন্নতা, স্বাতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য মূলত সেই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর ‘পদ্মা’(১৯৩৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’(১৯৩৬) তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'(১৯৪০) ও 'হাঁসুলি বাকের উপকথা'(১৯৪৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী'(১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'(১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'(১৯৫৭) এবং দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'(১৯৮৮) উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসগুলিতে নদী পাড়ের মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন লোকউৎসব ও লোকবিশ্বাসের কথা বলা হলেও তার স্বরূপ কিন্তু এক নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় হল 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে প্রতিফলিত লোকউৎসব ও লোকবিশ্বাস সর্ম্পকে আলোচনা। এই উপন্যাসটিতে মালোজীবনের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। মালো সম্প্রদায়ের লোকজীবনকে গড়ে তুলেছে তিতাস নদী। এই নদীকে ভিত্তি করে তাদের জীবন বৃত্তের বিভিন্ন লোক উৎসব বর্ণিত হয়েছে এখানে। সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-'তিতাসের মন্থর স্রোতের উদাসীন মালোপাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈত বাবু।'[২] মালোদের জীবনকথার এমন চিত্র সহজে দেখা যায় না। এ উপন্যাসটি যেন বিশ্বস্ত মালোদের পূজাপার্বনের ও আনন্দানুষ্ঠানের এক নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে। নদীর পটভূমিকায় মৎস্যজীবী মানুষের খেটে খাওয়ার এক বাস্তব জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক এখানে। এই গ্রন্থের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিনি নিজে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের তিতাস নদীর তীরবর্তী মানব সমাজ থেকে উঠে এসেছেন। তাই তিতাস নদীর সঙ্গে তাঁর জীবনের সংযোগ অত্যন্ত গভীর। তিতাস নদী মালোপাড়ার মানুষের কাছে শুধু একটা নদী নয়, বিশ্বাসবদ্ধ জীবনের চালিকাশক্তিও। কেননা তিতাসের তীরেই তাদের বাঁচা মরার ইতিহাস সঞ্চিত। উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে তিতাস নদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় – 'তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে কিন্তু পারে না।'[৩]

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য: আমার আলোচনা পত্রটির মধ্যে আমি অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে নদীতটের বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি এবং লোক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস করব।

অধ্যয়নের উৎস: আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে মুখ্য উৎস হিসেবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের পদ্ধতি: আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে কুমিল্লা জেলার তিতাস নদীতীরবর্তী মৎস্যজীবী মালোপাড়ার জীবনের ছবিটি লেখক বিশ্বাস্যভাবে চিত্রিত করেছেন। তিতাসের মন্থর স্রোতের সমান্তরাল মালোদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-সুখ-দুঃখের স্রোত মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। তিতাস নদী তার প্রতি উদাসীন।প্রকৃতির এই নির্মম উদাসীনতা এখানে চিত্রিত। এখানে এসেছে ভৌগোলিক সীমা সংহতি ও মানবজীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব। এখানে কাহিনী কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির নয় সমগ্র মালো গোষ্ঠীর- 'ইহাতে লেখক কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে একটি অখ্যাত নদীর তীরে বাস করা জেলে সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রা,আশা-আকাঙ্খা,পূজা-পার্বণ-উৎসব ও রীতি-সংস্কৃতির একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়াছেন।'[৪] অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাসটিকে চারটি খন্ডে বিভক্ত করেছেন এবং প্রতি খন্ডে আবার দুটি করে অনুচ্ছেদ রয়েছে, প্রতি অনুচ্ছেদে কাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছে বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, পূজা-পার্বণ এবং বিভিন্ন লোক উৎসব। তবে এই

সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে তিতাস নদী কারণ তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। মালোদের সমাজের মানুষেরাও তিতাস নদীকে নিজের ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই নদীর তীরবর্তী হিন্দু মালোসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের সরস রূপায়ণ দেখা যায় এই উপন্যাসে। 'ঔপন্যাসিক এখানে বৈষ্ণব, বাউল, ভাটিয়ালি গানের পাশাপাশি লোকজীবনের নানা বিচিত্র উৎসব-নৌকাবাইচ,পদ্মপুরাণ পাঠ ও জন্ম-মৃত্যু বিবাহ নিয়ে নান উল্লাস বেদনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক মালো সম্প্রদায়ের একটি সুখপাঠ্য উৎসব বিবরণী তুলে ধরেছেন।'[৫]

এবার আমরা তিতাস নদীতটের জনজীবনে প্রচলিত বিভিন্ন লোক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করব -

মাঘ মন্ডলের ব্রত: এই উৎসবটি মালোপাড়ার কুমারী মেয়েরা পালন করে থাকে। লেখকের ভাষায়- 'মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়ায় একটা উৎসবের ধুম পরল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব নয়। নাম মাঘ মন্ডলের ব্রত।'[৬] কুমারী মেয়েরা বিয়ের উদ্দেশ্যে এই ব্রতটি করে থাকে। মাঘ মাসের প্রতি সকালে কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভাটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জলে সিঁড়ি পূজা করে উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে-'লও লও সুরজ ঠাকুর লও ঝুটার জল মাপিয়া ঝুকিয়া দিব সপ্ত আজঁল।'[৭] ব্রতের শেষ দিন তৈরি হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারী, সেই চৌয়ারি মাথায় করে ভাসানো হয় তিতাসের জলে। অক্ষত চৌয়ারি দখল নিতে কিশোর সুবলেরা হল্লোড় করে উঠে। এপ্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'জেলেদের চৌয়ারি ভাসানর উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া সাত বছরের মেয়ে বাসন্তীর প্রতি অনুরাগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই মালো তরুণ- কিশোর ও সুবল- রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে।'[৮] উঠোন জোড়া আলপনার মাঝে বাসন্তীর মত কিশোরীরা ছাতা মেলে বসে, তার মা ছাতার উপর ছাড়িয়া দেয় খই-নাড়ু, আর তা কাড়াকাড়ি করে খায় কিশোরেরা। এই ব্রতটির মধ্যে লেখক তিতাসের সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে-'সেদিন মালোপাড়ার ঘাটে ঘাটে সমারোহ। ঢোল-সানাই বাজিতেছে, পুরনারীরা গান গাহিতেছে, দুপুরের রোদে তিতাসের জল চিক্ চিক্ করিতাছে।'[৯]

দোল পূর্ণিমার উৎসব: চৈত্রের মাঝামাঝি এই উৎসব শুরু হয়। বসন্তের তখন ভর যৌবন, এলো দোল পূর্ণিমা। এই দোল উৎসব মালোদের এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। এই উৎসবে তারা সকলকে রাঙিয়ে আপন করে তুলতে চায়। তারা শুধু নিজেকে রাঙায় না, প্রিয়জনকেও রাঙিয়ে তোলে। সুকদেবপুরের খোলাতে ঘটা করে দোল উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে নাচ-গানের মাধ্যমে একটি বিচিত্র লোকাচার পালিত হয় সেখানে- 'খলাতে দোল পূর্ণিমার খুব আড়ম্বর হয়। মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া নাচে। নাচেতো না যেন পরীর মত নৃত্য করে। পায়ে ঘুঙরা, হাতে রাম-করতাল, এ নাচ যে না দেখছে সে মায়ের গর্ভে রয়েছে।'[১০] শুকদেবপুরের খোলায় নারী পুরুষ একত্রে রং মাখামাখি করে। লেখকের ভাষায়-'পুরুষেরা কতক্ষণ রং মাখামাখি করিয়া শান্ত দেহে চাটাইয়ের উপর বসিয়াছে। ওদিকে মেয়েদের রং মাখামাখির পালা চলিতেছে, এদিকে পুরুষদের হোলির গান শুরু হইয়াছে।'[১১]

এই দোল উৎসব শুধু মালো সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জেগেছে।। তাইতো তারা তাদের নৌকাগুলোকে সাজিয়ে তোলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আবির ও রং নৌকাকে মাখিয়ে দেয়। এর ফলে তিতাসের বুকে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

পদ্মাপূরাণ এবং মনসা পূজা: শ্রাবণ মাসের প্রতি রাতে মালোপাড়ায় পদ্মাপূরাণ গান হয়, এক এক বাড়িতে আসর বসে শ্রাবণ মাসে, রোজই রাতে পদ্মাপূরণ গান হয়। 'বনমালী রাতের জালে আর যায় না। দিনের জালে যায়। আর রাইত হইলে বাড়ি বাড়ি পদ্মাপূরাণ গান গায়।'[১২]

তবে এক সাধুবাবাজীও সুর করে পদ্মাপুরাণ গায়, যে রোজ ভরে মন্দিরা বাজিয়ে পাড়ায় নাম বিতরণ করে। কিন্তু প্রধান গায়ক বনমালী, তার গলা সকলের উপরে। শ্রাবণের শেষ দিন অবধি পদ্মাপুরাণ পাঠ করা হয়, কিন্তু গ্রন্থ শেষ করা হয় না। লখিন্দরের পুনর্জীবন মনসা পূজার পর দিন সকালে সেটি পাঠ করা হয়। মালোপাড়ার প্রতি ঘরেই শ্রাবণের শেষে মনসা পূজার আয়োজন করে – 'শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে পদ্মাপূরণও শেষ হইল। ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করিয়াছে। করিয়াছে জাল বিয়ার আয়োজন।...এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায় আরেক মেয়ে কনের মতো সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারা গুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়ে প্রতিবারের নিছিয়া-পুছিয়া লয়।'[১৩]

জন্ম মৃত্যু বিবাহ কেন্দ্রিক উৎসব: 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ তিন ব্যাপারেই মালোরা পয়সা খরচ করে। পাড়াতে ধুমধাম হয়।' বিশেষ করে শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে মালোপাড়ায় এক ব্যতিক্রমী রূপ দেখা যায়। জন্মের সময় ৫ বাড়ির পাঁচ নারী আসিয়া মিলিত হইল। নারীরা একত্র হয়ে উৎকণ্ঠায় শিশুর জন্মের অপেক্ষা করে। তবে তাদের পরম্পরা হল-ছেলে হলে পাঁচবার জোকার দেয় আর মেয়ে হলে তিনবার- 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝার জোকার, মাইয়া হইলে তিন-ঝাড়।'[১৪]

মালোদের বিশ্বাস শিশুর জন্মের ছয় দিনে চিত্রগুপ্ত এসে শিশুর ভাগ্য লিখে দেয়, - 'ছয় দিনের দিন ঘরে দোয়াত,কলম দেওয়া হইল। এই রাত্রে চিত্রগুপ্ত আসিয়া দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া যায় তার ভাগ্য লিপি।'[১৫]

শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে পালন করা 'আট-কলাই'। অর্থাৎ সেদিন পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা কলাই, বাতাসা ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। আর ১৩ দিন পরে অন্ত পড়ে অশৌচের। তাই সেদিন সব কিছুর ধোয়া-পাখলার পালা। নাপিত ডেকে পুরুষেরা দাড়ি কামায় আর পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণে শুদ্ধতা লাভ করে। শিশুকে প্রথম বাইরে বার করার কিছু নিয়ম রয়েছে মালোদের মধ্যে। যেমন- 'উঠানে একটি চাটাই পাতিয়া তাতে ধান ছড়াইয়া দেওয়া হইল। নতুন একটা শাড়ি পারিয়া, নতুন একটা রঙিন বড় রুমালে জড়াইয়া ছেলে কোলে মেজ বউ বাহির হইল। চাটাইয়ের উপর উঠিয়া ধান গুলি পা দিয়া সারা চাটায়ে ছড়াইয়া দিল।'[১৬]

শিশুর অন্নপ্রাশনেরও কিছু নীতিময়ম রয়েছে মালদের মধ্যে। এক্ষেত্রে তিতাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ তিতাস মালোদের অভিভাবক। তিতাসের সঙ্গে রয়েছে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক। তাই অন্নপ্রশনের দিন শিশুকে তিতাসের জলে স্নান করানো হয় এবং তিতাসকে প্রণাম জানানো হয়- 'ছেলে কোলে ছোট বউকে মাঝখানে করিয়া গান গাইতে গাইতে নারীরা তিতাসের ঘাটে গেল। ছোট বউ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া লইয়া তার মাথা ধোয়াইলো। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরে আসিল।'[১৭]

তারপর রাধামাধবের মন্দিরে এক থালা পরমান্ন নিবেদন করে প্রসাদ বানানো হয় এবং সেই প্রসাদ শিশুর মুখে তুলে দেওয়া হয়। আর বাকি প্রসাদ উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তিতাসপারের মালো জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে। বিবাহ যে করে তার তো সুখের শেষ নেই, তাছাড়া অন্যান্যরাও বিবাহ দেখে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। বিশেষ করে মালোদের নিজের কোন নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জন বিয়ে করে বউ নিয়ে আহ্লাদ করতে দেখলে তাদের খুশির অন্ত থাকে না। আর যে বিবাহ করতে পারে না, সে রাত কাটায় নৌকাতে।

কালীপুজো: মালোসমাজে কালী পূজা খুব ঘটা করে হয়ে থাকে। 'কালী পূজাতে হয় সবচাইতে বেশি সমারোহ। বিদেশ হইতে কারিগর আসে। পূজার এক মাস আগে মূর্তি বানানো হয়।'[১৮]

কালী পুজোতে যারা সংযমী থাকবে তারা আগের দিন নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। কারণ তারা পুরোহিতের সাহায্যকারিনী। পুজোর দিন তারা সকালে প্রাতঃস্নান করে। তারপর পুজোর জল তুলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় ও নামাবলী গায়ে দিয়ে পুরোহিত পুজোয় বসে। পুরোহিতের নির্দেশ মতো নানা দ্রব্য সংযমীরা এগিয়ে দেয়। অর্ধেক পূজা তারাই সমাধা করে। কালীপূজা উপলক্ষে মালোপাড়ায় যাত্রা ও কবি গান হয়ে থাকে। লেখকের ভাষায়- 'চারদিন পর্যন্ত মালোরা রাত্রে যাত্রা, দিনে কবি শুনিল। চার দিনের জন্য নৌকা গুলি ঘাটে বাঁধা পরিল। জাল গুলি গাবে ভিজিয়া রোদে শুকাইলো। চারদিন তাদের না হইল আহার, না হইল নিদ্রা।'[১৯]

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি: কালী পূজার সময় গান-বাজনা আমদ আহ্লাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে সত্য কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ন সংক্রান্তির দিনে। এটি পালিত হয় পৌষ মাসের শেষ দিন। অর্থাৎ সংক্রান্তিতে। তবে সংক্রান্তির ৫-৬ দিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে চালের গুড়ি কোটার ধূম পড়ে। মুড়ি ভেজে ছাতু কুটার তোড়জোড় লাগে। চালের গুড়ি রোদে শুকিয়ে রাখে কারণ তারা খোলাতে পিঠা বানাবে। সংক্রান্তির আগের দিন সারা রাত জেগে মেয়েরা পিঠা বানায়। পরের দিন সকাল থেকেই লেগে যায় পিঠে খাওয়ার ধুম। এই পার্বনে মালোদের মধ্যে একটি রীতিও রয়েছে – 'নারী পুরুষ ছেলে বুড়া অতি প্রত্যুষে জাগিয়া তিতাসের ঘাটে গিয়া স্নান করে। যারা জালে যায় তারাও নৌকায় উঠিবার আগে গামছা পরিয়া ডুব দেয়।'[২০]

তারা যত তাড়াতাড়ি স্নান করে পিঠে খাওয়া শেষ করবে তত তাড়াতাড়ি গ্রামে নগরকীর্তন শুরু হবে। সারা গ্রাম জুড়ে এই কীর্তন করার জন্য প্রথমেই বেরিয়ে পড়ে মালোপাড়ার দল এবং তারপরেই সাহা পাড়া, যোগি পাড়ার দল তাদের দেখাদেখি বেরিয়ে পড়ে। মালোরা কীর্তন করে নেচে-কুঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। পুরুষেরা কীর্তন করে বেড়ায় আর মেয়েরা ঘরেতে নানা পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন রান্না করে।
এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন উৎসবে প্রচলিত কিছু লোকগান যে গান গুলির মধ্যে তাদের বাস্তব জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। তারা সকলে সুর মিলিয়ে গায়-
নাওরে বন্ধু-

তেল নাই সলিতা নাই, কিসে জলে বাতি
কেবা বানাইলো ঘর, কেবা ঘরের পতি।।
নাও রে বন্ধু
উঠান মাটির থন থন পীরা নিল স্রোতে।
গঙ্গা মইল জল তীরাসে ব্রহ্ম মইল শীতে।'[২১]

মালো সমাজ এ ধরনের গান তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শিখে। তাদের গানগুলিতে বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ সুরের সঙ্গে মিশে যায় মানবতার গভীর আকুতি।

উপন্যাসটির মধ্যে তিতাস পাড়ের মালোদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলার উল্লেখ রয়েছে যা লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। যেমন গোল্লাছুট ,লাই খেলা, নৌবাইচ। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন ও ধাঁধা। উপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাই তো বলেছেন- 'মালদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে। গানে- গপ্পে-প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মাল মশলায় সে সংস্কৃতিও ছিল অপূর্ব। পূজায়-পার্বনে, হাসি-ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র।'[২২]

উপসংহার: পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার প্রচলিত। লোকসমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় এগুলির উদ্ভব। লোকসমাজকে এগুলি নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বাস-সংস্কারের অবস্থান খুব কাছাকাছি। কিন্তু উ্যয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্যও বিদ্যমান। বিশ্বাস হলো মানসিক ব্যপার একটা ধারণা। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যখন কিছু করি, তখনই তা সংস্কারে পরিণত হয়। বিশ্বাস-সংস্কারগুলির উদ্ভবমূলে রয়েছে ভয় আর আশঙ্কা। 'অশুভ আর অমঙ্গল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নানাবিধ সংস্কারের আশ্রয় নেয় লোকসমাজ। কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধ গড়ে তোলে। শতাব্দীর পরম্পরায় এমনটা চলে আসছে।...লোকসমাজের এমন কোনও দিক নেই, যা নিয়ে বিশ্বাস সংস্কার গড়ে ওঠেনি। জন্ম থেকে মৃত্যু, বছরের শুরু থেকে শেষ,বিশ্বাস সংস্কারের বিপুল আধিপত্য আমাদের চোখে পড়ে। লোকসমাজ এগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।'[২৩] উপন্যাসটির পটভূমি তিতাস নদী কিন্তু তার সঙ্গে যোগ রয়েছে মালো সমাজের জীবন সংস্কৃতি, উৎসব, আচার-আচরণ, জীবনধরণের নানা কাহিনী। তিতাস মালোপাড়ার মানুষের কাছে শুধু একটা নদী নয়, বিশ্বাসবদ্ধ জীবনের অন্যরকম চালিকাশক্তিও। কেননা তিতাসের তীরেই তাদের বাঁচা মরার ইতিহাস সঞ্চিত । তাই তিতাসের জলে নেমে মিথ্যে বলাও তাদের রীতিবিরুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন- 'তিতাসের জলে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাদের মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হইতো না। সর্বদা মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেও তিতাসের জলে নামিয়া মিথ্যা কথা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।'[২৪] তিতাসের সঙ্গে ছিল মালোদের আত্মিক সম্পর্ক। তাই তাদের প্রতিটি উৎসব পার্বণে তিতাসের প্রসঙ্গ এসেছে। তিতাস কে বাদ দিয়ে মালো সমাজের উৎসব পার্বণ নিষ্ফল।

তথ্যসূত্র:

১) সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,দ্বিতীয় সংস্করণ,পুস্তক বিপণি,কলকাতা-৯,২০০২, পৃ: ১০০
২) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৫,পৃ:৩২২
৩) মল্লবর্মণ অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,২০১৩,পৃ: ১৭
৪) বন্ধ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, নবম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি, কলকাতা-৭৩, ১৯৯২,পৃ: ৭৬৫
৫) মল্লিক দীপঙ্কর (সম্পা),তবু একালব্য , দ্বিতীয় সংস্করণ,বিশেষ সংখ্যা-লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য, দি গৌরী কালচারাল এণ্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা,২০২১,প:৫৮৫
৬) মল্লবর্মণ অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৩,পৃ: ৩১
৭) তদেব, পৃ:৩১
৮) বন্ধ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, নবম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি, কলকাতা-৭৩, ১৯৯২,পৃ: ৭৬৫
৯) মল্লবর্মণ অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,২০১৩,পৃ:৩২
১০) তদেব, পৃ: ৫২-৫৩
১১) তদেব, পৃ: ৫৭
১২) তদেব, পৃ: ১৭৮
১৩) তদেব, পৃ: ১৮০-১৮১
১৪) তদেব, পৃ: ১০৪
১৫)তদেব, পৃ: ১০৪
১৬) তদেব, পৃ: ১০৪
১৭) তদেব, পৃ:১০৫
১৮) তদেব, পৃ: ১০৯
১৯) তদেব, পৃ: ১০৯
২০) তদেব, পৃ: ১১৫
২১) তদেব, পৃ: ১১৬
২২) তদেব, পৃ: ২৩১
২৩) মজুমদার মানস, লোকসাহিত্যপাঠ, প্রথম সংস্করণ,দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা,১৯৯৯,পৃ: ৬১
২৪) মল্লবর্মণ অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,২০১৩,পৃ: ২৩৯S S